শ্রমিক বিক্ষোভের জেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ১৪৭ কারখানা



ছবি: সংগৃহীত

শ্রমিক অসন্তোষের কারণে সাভার ও আশুলিয়া অঞ্চলের ১৪৭টি তৈরি পোশাক কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মালিকেরা। শ্রম আইন ২০০৬-এর ১৩(১) ধারা অনুযায়ী রোববার থেকে কারখানাগুলো বন্ধ থাকবে।

ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর দাবিতে গত ১৫ দিন ধরে আশুলিয়া, সাভার ও গাজীপুরের বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ চলছিল। এতে ব্যাহত হচ্ছিল উৎপাদন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় শনিবার বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত জানান বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর নেতারা।

সংবাদ সম্মেলনে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, একটি পক্ষ ন্যূনতম মজুরির বিষয়টিকে কেন্দ্র করে শিল্পাঞ্চলে অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা করছে। এর ফলে পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানি কার্যক্রম ঝুঁকির মুখে পড়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এর আগে শনিবার সকালে আশুলিয়ায় ৪০টির বেশি কারখানার প্রধান ফটকে বন্ধের নোটিশ টানিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি আটটি কারখানায় এক দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়। বন্ধের তালিকায় ফ্যাশন ডট কম, আলপস অ্যাপারেলস, ঈগল টেক্সটাইল, এনভয় গ্রুপ ও নিউ এইজ গ্রুপের মতো প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

তবে আশুলিয়ার অন্যান্য এলাকায় অধিকাংশ কারখানায় শ্রমিকেরা কাজে যোগ দিয়েছেন। এসব প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে।

শিল্পাঞ্চলে নিরাপত্তা জোরদারে মোতায়েন করা হয়েছে শিল্প পুলিশ, ঢাকা জেলা পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি। শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় এখন পর্যন্ত ১৩২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মালিকপক্ষ জানিয়েছে, শ্রমিক অসন্তোষের কারণে ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের কার্যক্রমও স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। এখন বোর্ডের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে পুরো পোশাকশিল্প খাত। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে শিল্পাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে অতিরিক্ত পুলিশ ও বিজিবি মোতায়েন রাখা হয়েছে।